

ধৰ্ম উপদশে দেওয়ার শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা

ধৰ্ম উপদশে দেওয়ার শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা

শাস্ত্রানুসারে -- ধৰ্ম উপদশে যে কে নো লোক দিতে পারেনা বা যে কে নো লোকের শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা না হয়ে থাকে তার নিজেরও কাহাকেও উপদশে দেওয়া উচিত নয় -কারণ তাতে শাস্ত্র বিনুদ্ধে কাজ করে অধঃপাতের করম হয় অথবা যে কে নো লোকের কাছ থেকে ধৰ্ম উপদশে নেওয়া ঠিকি না- কারণ ভুল পথে চালতা হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তরি কাছ থেকে সর্বদা ধৰ্ম উপদশে নেওয়া উচিত। শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা হীন ব্যাক্তরি কাছ থেকে কখনোই ধৰ্ম উপদশে গ্রহণ করা উচিত নয়।

কারণ শাস্ত্রের আছে যার মধ্যে নীচের শাস্ত্রের সম্মত যে কে টি লক্ষণ আছে তার মধ্যে যে কে নো কমপক্ষে অন্তত একটি লক্ষণ ও প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ...একমাত্র শাস্ত্রানুসারে সেই সেই ব্যাক্তরি ধৰ্ম উপদশে দেওয়া শাস্ত্র সম্মত হয়। তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তরি কাছ থেকে সর্বদা ধৰ্ম উপদশে নেওয়া উচিত। কারণ শাস্ত্রের আছে যার মধ্যে নীচের শাস্ত্রের সম্মত যে কে টি লক্ষণ আছে তার মধ্যে যে কে নো কমপক্ষে অন্তত একটি লক্ষণ ও প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ...একমাত্র শাস্ত্রানুসারে সেই সেই ব্যাক্তরি ধৰ্ম উপদশে দেওয়া শাস্ত্র সম্মত হয়। তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তরি কাছ থেকে সর্বদা ধৰ্ম উপদশে নেওয়া উচিত।

শাস্ত্রানুসারে (মনু সংহতি) ধৰ্ম উপদশেদাতার যোগ্যতার লক্ষণ:----

১. যিনি কূটস্থ পর্যন্ত গিয়ে আত্মদর্শন করছেন ... অথবা
২. যিনি নিজের প্রাণকে কূটস্থ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছেন অথবা
৩. যাহার দ্বিঘচক্ষু উন্মলিত হয়ে আছে অথবা
৪. যাহার মূলাধার থেকে মস্তক পর্যন্ত প্রাণবায়ুর গতপিথ হয়েছে..... অথবা
৫. যিনি ব্রহ্মবদিয়ার উর্ধ্বতন ওঙ্কার করিয়া গুরুই নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা
৬. যাহার জহিবা মস্তষিকরে রাজকি পর্যন্ত পটৌছিয়া গিয়াছে অথবা
৭. যিনি সাধনার দ্বারা উন্মনি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা
৮. যিনি সর্বদা কূটস্থে ধ্যান অবস্থার দ্বারা নশো লাভ করছেন...

উপরোক্ত শাস্ত্র সম্মত এই ৮ টি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ গুলির মধ্যে কে নো একটি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ যিনি নিজের কঠোর সাধনার দ্বারা লাভ করছেন..... তিনি বা সেই সেই প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ সম্পন্ন ব্যাক্তরি একমাত্র ধৰ্ম উপদশে দেওয়ার যোগ্য।

আর শাস্ত্র সম্মত এই ৮ টি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ গুলির মধ্যে কে নো একটি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ যিনি নিজের কঠোর সাধনার দ্বারা লাভ করতে পারেনা।। তিনি যদি ধৰ্ম উপদশে দেওয়া শুরু করেন তাকে ধৰ্মের গ্লানি বা ভণ্ডামি বিলা হয়। আর এই রকম ধৰ্মের গ্লানি বা ভণ্ডামি করে র্মা করিলে লোকের কাছ থেকে ধৰ্ম উপদশে নিয়ে চললেই যে কে নো মানুষের দুর্গতি হয়।

তাই যে কে নো মানুষের উচিত উপরুক্ত লক্ষণের যে কে নো একটাও লক্ষণ যিনি প্রাপ্ত করতে পেরেছেনএকমাত্র সেই রকম যোগ্য ব্যাক্তরি কাছ থেকে ধৰ্ম কথা শুনান বা ধৰ্ম উপদশে শুনান।